107

তারিখ ... 01 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ... ১ ...

দৈনিক বাংলা

ঢাকা ভার্সিটিতে ছাত্র সমঝোতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরীর মধ্যস্থতায় অবশেষে ছাত্র সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের নেতৃবৃন্দ এই সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের হিসাবে সর্বশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ছাত্রদলের উপদলীয় কোন্দলের সুযোগে ছাত্রলীগ ছাত্রদলের নিয়ন্ত্রিত সূর্যসেন হলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। হলের নিয়ন্ত্রণ পুনরায় ফিরে পাবার জন্য ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট আহবান করে। ছাত্রদলের আহূত হরতালের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নাজুক হয়ে পড়ে। নির্ধারিত অনার্সসহ অন্যান্য পরীক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তবে উপাচার্য এ কে আজাদ চৌধুরীর সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে সমঝোতার এই অভূতপূর্ব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চার ঘন্টাব্যাপী রুদ্ধদ্বার বৈঠকে ছাত্র নেতৃবৃন্দ সহনশীলতা প্রদর্শন করেন। ৮-দফা সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সূর্যসেন হল সংকটের অবসান হবে এটাই প্রত্যাশিত। উপাচার্য প্রফেসর আজাদ চৌধুরীও তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, আশা করছি এই সমঝোতা বাস্তবায়িত হবে এবং ক্যাম্পাসে শান্তিপুর্ণ পরিবেশ ফিরে আসবে।

ছাত্র রাজনীতি নিয়ে আমাদের অভিভাবকমহলে দুশ্চিন্তার শেষ নেই। যে সুস্থতা এবং জাতীয় প্রয়োজনে একদিন ছাত্র রাজনীতি শুরু হয়েছিল—মহান ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে যে ছাত্র সমাজ অগ্রণী ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছিল, ছাত্র রাজনীতির জন্য সেই গৌরব আর অক্ষুণ্ন নেই। বিশেষ করে গত দু'দশক ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত ছিলেন, ছাত্র সংগঠনগুলিকে তারা নিজেদের মতো করে ব্যবহার করেছেন। বই খাতার বদলে ছাত্রদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে বন্দুক। ভার্সিটির পবিত্র ক্যাম্পাসে শুরু হয়েছে সন্ত্রাস, রক্তপাত। অনেক নির্দোষ ছাত্রকে লাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে তাদের বাবা-মার কাছে। পিতা-মাতা তাদের আদরের সন্তানকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে নিশ্চিন্তায় থাকতে পারেন না। ছাত্র রাজনীতির বিপক্ষে তাই আজ এত মত।

তবে ন্যায়ের পক্ষে, সুন্দরের পক্ষে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কারণে ছাত্র রাজনীতি থাকবেই। রাজনীতিক অভিভাবকদের আগে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, শিক্ষকদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে, তাদের সংকীর্ণ স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করা হবে না। সম্প্রতি ছাত্রসমঝোতা সৃষ্টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ কে আজাদ চৌধুরীর উদ্যোগ বিভিন্ন মহলে অভিনন্দিত হচ্ছে। তিনি ছাত্রদের মধ্যে—বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে মতপার্থক্য কমিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। ছাত্রদের দলাদলিকে গলাগলিতে রূপান্তর করার উদ্যোগ নিয়েছেন। সেই উদ্যোগ অনেকখানি সফলতাও বয়ে আনছে। বিশেষ করে ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এ ব্যাপারে আন্তরিক উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। আমরা কামনা করি, সম্প্রতি স্বাক্ষরিত ৮ দফা সমঝোতা চুক্তি ভার্সিটির কোন্দলের রাজনীতি অবসানের প্রথম মাইলফলক হোক। দেশের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা ভার্সিটিতে শান্তিপূর্ণ ও শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ স্থায়ীভাবে গড়ে উঠুক।